গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প

নদী শাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য

পুনর্বাসন পুস্তিকা

পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩)

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য ও করণীয়

অক্টোবর, ২০১১ খ্রিঃ

সূচিপত্র

০১। ভূমিকা..... ০১

০২। প্রকল্প পরিচিতি..... ০১

০৩। প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব..... ০২

০৪। প্রকল্পের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ..... ০২

০৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবাবর্গের পুনর্বাসনে গৃহীত নীমিতালা..... ০৩

০৬। ক্ষতিপূরণ ও অনুদান..... ০৪

০৭। নদী শাসন কাজে শনাক্ত ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা..... ০৫

০৮। পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কৌশল..... ২৩

০৯। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা..... ২৫

১০। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন..... ২৮

১১। পুনর্বাসন এলাকা..... ২৯

১২। প্রাপ্যযোগ্য ক্ষতিগ্রস্তদের জ্ঞাতব্য..... ৩০

১৩। পুনর্বাসন নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিবর্তন..... ৩১

নদী শাসন কাজে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা
ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন তথ্য ও করণীয়

পুনর্বাসন পুস্তিকা

১। ভূমিকা

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। এই সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের সাথে এর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যকার বিরাজমান অর্থনৈতিক ব্যবধান ও ভৌগোলিক দূরত্ব কমে আসবে। রাজধানী ঢাকাসহ কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবার কারণে এতদঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র সাধিত হবে। এছাড়া এই সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এবং সেতুসংলগ্ন জেলাসমূহের জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) অর্থায়ন করছে।

২। প্রকল্প পরিচিতি

প্রস্তাবিত দ্বিতল সেতুটি প্রায় ৬.১৫-কিমি দীর্ঘ, যার উপরতলায় ৪-লেন বিশিষ্ট সড়কপথ এবং নিচের তলায় একটি রেলপথ থাকবে। এছাড়া সেতুতে গ্যাস পাইপলাইন এবং অপটিক ফাইবার ক্যাবল থাকবে। সেতুর আনুষাঙ্গিক অবকাঠামোর মধ্যে আরো থাকবে (১) টোল প্লাজা, (২) সার্ভিস এরিয়া, (৩) ৬টি ছোট সেতু, ৭টি আন্ডারপাস এবং ১৪টি কালভার্টসহ ১৪-কিমি দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ (অ্যাপ্রোচ রোড), (৪) ৯-কিমি সংযোগ সড়ক ও ১৪.৫-কিমি সার্ভিস রোড এবং (৫) বর্তমান সড়কের সাথে অ্যাপ্রোচ রোডের সংযোগস্থলে একটি গোলচক্কর। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমুহের পুনর্বাসনের জন্য মাওয়া অংশে ২টি এবং জাজিরা অংশে ২টি পুনর্বাসন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। নদীভাঙন থেকে সেতু এলাকার নিরাপত্তার জন্য জাজিরা অংশে প্রায় ১২ কিমি এবং মাওয়া অংশে প্রায় ১.৫ কিমি নদীপাড় শাসন করা হবে।

সেতুর উত্তর প্রান্ত ঢাকা থেকে ৩০ কিমি দূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার মাওয়াতে অবস্থিত। আর দক্ষিণ প্রান্ত শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নে অবস্থিত। সেতু সংলগ্ন সংযোগ সড়ক ও নদী শাসন কাজ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

৩। প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৯৮৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ ও প্রায় ১১০ হেক্টর জমি অস্থায়ী হুকুমদখল করা হচ্ছে। এই জমি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং ও শ্রীনগর উপজেলা, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলা এবং মাদারীপুর জেলার শিবচার উপজেলায় মোট ৩১টি মৌজায় অবস্থিত। এযাবৎকালে পরিচালিত জরিপ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে, প্রকল্পের কারণে প্রায় ১৫২৬১ পরিবার (৭৯৪৭১ ব্যক্তি) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তন্মধে ৬১৬৪ পরিবারকে তাদের বর্তমান বাসস্থান ও ব্যবসার জায়গা থেকে সরে যেতে হবে এবং আরো প্রায় ৯০৯৭ পরিবার তাদের কৃষিজমি হারাবে। এছাড়াও প্রায় ২৫৩৬ ব্যক্তি সাময়িকভাবে দিনমজুরি বা কাজের সুযোগ হারাবেন। আশংকা করা হচ্ছে সেতু যখন যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, তখন মাওয়া, কাঁঠালবাড়ি ও কাওড়াকান্দি ঘাট এলাকায় যারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা হকারি করছেন বা বিভিন্ন দোকানপাটে কাজ করছেন, তাদের উপার্জনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তাতে করে প্রায় ১০০০ পরিবার/ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নদীর উভয় পাড়ে নদী শাসন কাজে তিন জেলায় মোট ৫০৭.৩২ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য নদী শাসন কাজে ভূমি অধিগ্রহণে প্রায় ৪১৫৫টি পরিবার তাদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হারিয়ে এবং আরো প্রায় ১,২৯৭টি পরিবার তাদের কৃষিজমি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়াও প্রায় ১৭৭৭ ব্যক্তি তাদের উপার্জনের সুযোগ হারাবে।

৪। প্রকল্পের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন কার্যক্রমকে একটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্থানচ্যুত পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসনের জন্য মাওয়া অংশে ২টি এবং জাজিরা অংশে ২টি পুনর্বাসন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সফল করার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, এনজিও, এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করছে। উল্লিখিত নদী শাসন কাজে যারা জমি, ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ হারাচ্ছেন, তাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন পরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আগে পুনর্বাসন এলাকাসমূহে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি বিশেষ পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-১) গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া মূল সেতু ও অ্যাপ্রোচ রোডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য র‍্যাপ-২ প্রণয়ন করা হয়েছে যা এখন বাস্তবায়নাধীন আছে। এই পুস্তিকাটি র‍্যাপ-৩-এর নীতিমালা এবং নদী শাসন কাজে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের পুনর্বাসন সুবিধাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধারণা দেবার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসনের বাইরেও জনগণের অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, চর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জীবিকা পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মাঠ-পর্যায়ে পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই সিসিডিবি নামক একটি অভিজ্ঞ এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে তাদের পুনর্বাসনে সরকারের পক্ষে সব রকম সহায়তা করার জন্য এখন মাঠে কর্মরত রয়েছে।

৫। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের পুনর্বাসনে গৃহীত নীতিমালা

প্রকল্পের জন্য যে সকল ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ জমি, বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পত্তি হারাবেন, তাদেরকে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের (১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ ২ ও ২০০৯ সালের পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষ আইন নং ৩১) বিধান অনুসরণে জমি ও তাতে অবস্থিত ঘরবাড়ি, স্থাপনা, পুকুর, গাছপালা ও দণ্ডায়মান ফসলের নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তবে আন্তর্জাতিক দাতা প্রতিষ্ঠান সংস্থাসমূহের সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা মোতাবেক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বাইরেও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থা যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যে সকল ব্যক্তি, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, উথুলি ও স্কোয়াটার এবং শ্রমিক/কর্মচারী (জমি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে) বসবাস এবং/অথবা জীবিকা উপার্জন করছেন, তাদেরকেও পুনর্বাসনের আওতায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করবে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনে নিম্নে উল্লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে:

- অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করা হবে এবং সেতু অবকাঠামো ও এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ নির্মাণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র সেই পরিমাণ জমিই অধিগ্রহণ করা হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বর্তমান জীবনযাত্রার মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অধিগ্রহণের আওতাধীন জমির ও সম্পদের পূর্ণ বদলি মূল্য বর্তমান বাজার দরে পরিশোধ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত করা হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ব্যবহৃত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সংরক্ষণ করা হবে এবং কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে অসহায় নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।
- জমির মালিকানা না থাকলেও প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি ও পরিবার পুনর্বাসন সহায়তা পাবে।
- মহিলা খানাপ্রধান, অচল ও বয়ঃবৃদ্ধ খানাপ্রধান এবং দরিদ্র পরিবারবর্গের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে।
- প্রকল্পের মূল বরাদ্দে (বাজেটে) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ঘর-বাড়ি অপসারণ ও জমি খালি করার পূর্বেই শনাক্ত সকল মালিক ও প্রাপ্য-যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য নগদ অনুদান পরিশোধ করা হবে।
- পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোনো অভিযোগ যথাযথভাবে নিরসন করা হবে। এবং
- পুনর্বাসন এলাকায় প্লট বরাদ্দের জন্য নীতিমালা।

৬। ক্ষতিপূরণ ও অনুদান

ক্ষতিপূরণ: ক্ষতিপূরণ বলতে ১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ২ (১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সংশোধনীসহ) এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০০৯ (আইন নং ৩১) অনুযায়ী জমি, ঘর-বাড়ি/স্থাপনা, গাছপালা, ফল, ফসল ও মাছের ধার্য ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) বোঝাবে, যা জেলা প্রশাসক আইনসম্মত মালিকদেরকে পরিশোধ করবেন।

অনুদান: আইনানুগ ক্ষতিপূরণের বাইরে পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী অতিরিক্ত যে সকল নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে, তা অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিবিএ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হবে।

৭। নদী শাসন কাজে শনাক্ত ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সহায়তা

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১ : কৃষিজমি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
আইনসম্মত মালিকগণ: ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ।	১. অধিগ্রহণের আওতাধীন কৃষিজমির বদলি মূল্য। ২. অধিগ্রহণকৃত প্রতি শতাংশ জমির বিপরীতে ১০০ (একশত) টাকা হারে এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ভাতা ।	১. সম্পদ মূল্যায়ন ও পরামর্শক কমিটি (পিভিএসি) কৃষি-জমির বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। ২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) প্রদান করবেন। ৩. যদি বদলি মূল্য সিসিএল-এর তুলনায় বেশি হয় তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের (ইপিদেরকে) সরাসরি প্রদান করবে। ৪. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ভাতা প্রদান করবে।	১. পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তার জন্য নিয়োজিত এনজিও (আইএনজিও) জমির আইনসম্মত মালিকগণকে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা করবে। ২. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক জমির মালিক বা অংশীদারগণের অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে এবং কেউ মহিলা হলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইএনজিও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. জমির মালিকগণকে (সরকারি সম্পত্তি ব্যতিরেকে) ক্ষতিপূরণের নীতিমালা, পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ এবং তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হবে।

২. পিভিএসি অধিগ্রহণকৃত জমির বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। বদলি মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান পিভিএসি এর নিকট বর্তমান বাজার দর নির্ণয় পূর্বক রিপোর্ট

পেশ করবে। বদলি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের সময় বর্তমান বাজার দর (সিএমপি) ও সমপরিমাণ জমি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় মালিকানা বদল ও রেজিস্ট্রি খরচের ভিত্তিতে জমির বদলিমূল্য সুপারিশ করবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মৌজার জমির সাব-রেজিস্টার অফিসে ক্রয়-বিক্রয় মূল্য, ক্রেতা- বিক্রেতাদের নিকট হতে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত মূল্য এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ জনণের নিকট হতে জমির বর্তমান সম্ভাব্য মূল্য সংগ্রহ পূর্বক বর্তমান বাজার দর নির্ধারণ করবে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সকল বদলি মূল্য অনুমোদিত হতে হবে।

৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জমির বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য ৩ ধারা নোটিশ জারির দিন থেকে বিগত ১২ মাসে সংঘটিত জমি কেনাবেচা সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্ট্রি কর্তৃক দলিল মূল্যের মৌজাওয়ারী শ্রেণিভিত্তিক গড় নেবে, যা সংশ্লিষ্ট মৌজার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির জমির বাজার মূল্য হিসেবে গৃহীত হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে বাজার মূল্যকে ৫০% বাড়িয়ে আইনানুগ নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) প্রদান করা হবে। সরকারি খাস জমির ক্ষেত্রে বাড়তি ৫০% ব্যতীত শুধুমাত্র হিসেবে পরিশোধ করা হবে।

৪. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে ৬ ধারা নোটিশ জারির আগেই অধিগ্রহণকৃত জমির ভোগস্বত্ব ও অন্যান্য মালিকানা হালনাগাদ করার জন্য আইএনজিও কর্মীদের সহায়তায় হালনাগাদ করবে।

৫. ক্ষতিপূরণ ও বিবিএ কর্তৃক অনুদানের টাকায় জমি কেনা অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে অথবা জীবিকা সৃষ্টিকারী লাভজনক কাজে বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য আইএনজিও/সিএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ২: বসতভিটা, বাণিজ্যিক জমি, শিল্প প্লট এবং সামাজিক জমি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
আইনসম্মত মালিক: ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ।	১. অধিগ্রহণের আওতাধীন জমির বদলি মূল্য। ২. অধিগ্রহণের আওতাধীন প্রতি শতাংশ জমির বিপরীতে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ভাতা।	১. পিভিএসি কর্তৃক সুপারিশকৃত জমির বদলি মূল্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ২. জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) প্রদান করবে। ৩. যদি বদলি মূল্য সিসিএল-এর তুলনায় বেশি হয়, তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সরাসরি প্রদান করবে। ৪. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করবে।	১. আইএনজিও জমির আইনসম্মত মালিকগণকে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা প্রদান করবে। ২. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্যতার তথ্য মোতাবেক মাঠ-পর্যায়ে জমির মালিক বা অংশীদারগণের অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে এবং কেউ মহিলা হলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইএনজিও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. জমির মালিকগণকে ক্ষতিপূরণের নীতিমালা, পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ এবং তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হবে।

২. ক্ষয়ক্ষতির ধরন-১-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জমির বদলি মূল্য নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে।

৩. জেলা প্রশাসক অফিস ক্ষয়ক্ষতির ধরন-১-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মালিকানাধীন ও খাস জমির সিসিএল নির্ধারণ করবে।

৪. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে ৬ ধারা নোটিশ জারির আগেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আইএনজিও কর্মীদের সহায়তায় অধিগ্রহণকৃত জমির ভোগস্বত্ব ও অন্যান্য মালিকানা হালনাগাদ করবে।

৫. ক্ষতিপূরণ ও অনুদানের টাকায় জমি কেনা বা অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে অথবা জীবিকা সৃষ্টিকারী লাভজনক কাজে বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য আইএনজিও/সিএনজিও ক্ষতিগ্রস্তদের উৎসাহিত করবে।

৬. আরএস এলাকায় বসত ভিটা শ্রেণীর সিসিএল-এর হারে পরিশোধ সাপেক্ষে প্লটের জন্য যোগ্য পরিবারসমূহকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ ভিত্তিতে প্লট হস্তান্তর করা হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৩ঃ জলাশয় (চাষাধীন বা মজা পুকুর)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
আইনসম্মত মালিকগণ: ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন এবং / অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ।	১. অধিগ্রহণের আওতাধীন (ব্যক্তি মালিকানাধীন) জলাশয়ের বদলি মূল্য। ২. অধিগ্রহণের আওতাধীন প্রতি শতাংশ জমির বিপরীতে ১০০ (একশত) টাকা হারে সর্বোচ্চ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত স্থানান্তর ভাতা ।	১. পিডিএসি কর্তৃক সুপারিশকৃত জলাশয়ের বদলি মূল্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ২. জেলা প্রশাসক জলাশয়ের সিসিএল প্রদান করবে। ৩. সিসিএল-এর চেয়ে বদলি মূল্য বেশি হলে উভয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত নগদ অনুদান হিসেবে আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ইপিদেরকে সরাসরি প্রদান করবে। ৪. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ ইপিদেরকে সরাসরি প্রদান করবে।	১. আইএনজিও জমির আইনসম্মত মালিক বা লীজ গ্রহণকারীগণকে জমির স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা করবে। ২. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে জমির মালিক বা অংশীদারগণের অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে এবং কেউ মহিলা হলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইএনজিও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. জমির মালিকগণকে (সরকার ব্যাতিরেকে) ক্ষতিপূরণের নীতিমালা, পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ এবং তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হবে।

২. ক্ষয়ক্ষতির ধরন-১-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জমির বদলি মূল্য নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে।

৩. জেলা প্রশাসক অফিস ক্ষয়ক্ষতির ধরন-১-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মালিকানাধীন

ও খাস জমির সিসিএল নির্ধারণ করবে।

৪. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে ৬ ধারা নোটিশ জারির আগেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আইএনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অধিগ্রহণকৃত জমির ভোগস্বত্ব ও অন্যান্য মালিকানা স্বত্ব হালনাগাদ করবে।

৫. ক্ষতিপূরণ ও অনুদানের টাকায় জমি কেনার জন্য বা অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে বা জীবিকা সৃষ্টিকারী লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করার জন্য আইএনজিও/সিএনজিও ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪ঃ নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে বসতভিটায় অবস্থিত আবাসিক ঘরবাড়ি ও স্থাপনা

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
আইনসম্মত মালিকগণ: ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন এবং/ অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিক বা মালিকগণ।	১. অধিগ্রহণের আওতাধীন আবাসিক ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য। ২. প্রতি বর্গফুট ৭ (সাত) টাকা হারে ঘরবাড়ি ও স্থাপনা সরানোর জন্য স্থানান্তর অনুদান। ৩. প্রতি বর্গফুট ১০ (দশ) টাকা হারে ঘরবাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণের জন্য পুন:নির্মাণ অনুদান। ৪. মহিলা, অচল, অতিবৃদ্ধ এবং দরিদ্র খানাপ্রধানগণের জন্য বিশেষ অনুদান হিসেবে এককালীন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা। ৫. মালিকগণ বিনামূল্যে এবং নিজ খরচে অধিগ্রহণাধীন ঘরবাড়ি স্থাপনা ও গাছপালা সরিয়ে নিয়ে যাবেন। ৬. পুনর্বাসন এলাকায় আবাসিক প্লটের জন্য আবেদন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট মৌজার বসত ভিটা শ্রেণীর জমির সিসিএল মূল্যে আরএস প্লট এর মূল্য প্রদান করতে হবে।	১. চূড়ান্ত শনাক্তকালে প্রকল্প সীমানায় যেসব ঘরবাড়ি বা স্থাপনা ছিল তার সবকিছুর জন্যই এই সুবিধা প্রযোজ্য। ২. পিডিএসি আবাসিক ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। ৩. জেলা প্রশাসক ঘরবাড়ি ও স্থাপনার সিসিএল প্রদান করবেন এবং যদি সিসিএল বদলি মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তবে উভয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি প্রদান করবে। ৪. পুনর্বাসন বিষয়ক অন্যান্য সকল অনুদান আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি প্রদান করবে।	স্থাপনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে সম্ভব সবরকম সহায়তা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

১. যৌথ তদন্তে (জেলা প্রশাসক অফিস ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ) এবং/অথবা শুমারি জরিপের মাধ্যমে আইনসম্মত মালিকগণের ঘরবাড়ি ও স্থাপনা (মেঝের আয়তন ও ধরন) শনাক্ত করা হবে।

২. একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শুমারি মাধ্যমে ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য (বদলি মূল্য) নির্ধারণ করবে। পিভিএসির সুপারিশের ভিত্তিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সকল বদলি মূল্য অনুমোদন করবে।

৩. জেলা প্রশাসক অফিস জেলা গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় ঘরবাড়ি ও স্থাপনার (কাঠামোর) বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং বাজার মূল্য ৫০% বাড়িয়ে কাঠামোর নগদ ক্ষতিপূরণ (সিসিএল) ধার্য করবে।

৪. নির্মাণ সময়সূচি মোতাবেক ঘরবাড়ি অপসারণের আগেই ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৫. আইনসম্মত মালিকদের জন্য ৩ ধারার নোটিশ জারির সময় ঘরবাড়ি ও স্থাপনার চূড়ান্ত শনাক্তকাল এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত হয়নি এমন মালিকদের স্থাপনার জন্য শুমারি জরিপ চূড়ান্ত শনাক্ত হিসেবে গণ্য হবে। তথ্যদৃষ্টে কোনো ব্যাপক পার্থক্য দেখা গেলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ তা আইভিসি'র মাধ্যমে তদন্ত সাপেক্ষে শনাক্ত করবে।

৬. আরএস এলাকায় সংশ্লিষ্ট মৌজার ভিটা শ্রেণীর জমির সিসিএল মূল্যের সমান মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আবাসিক প্লট প্রাপ্যযোগ্য পরিবারসমূহকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ ভিত্তিতে প্লট হস্তান্তর করা হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৫: নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে বাণিজ্যিকস্থাপনা/শিল্পকারখানা/সামাজিক স্থাপনা

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
আইনসম্মত মালিকগণঃ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন অথবা মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইনসঙ্গত মালিকগণ।	১. বাণিজ্যিক, স্থাপনা, শিল্পকারখানা বা কমিউনিটি স্থাপনার বদলি মূল্য। ২. প্রতি বর্গফুট ১০ (দশ) টাকা হারে স্থাপনা সরানোর জন্য স্থানান্তর অনুদান। ৩. প্রতি বর্গফুট ১৫ (পনেরো) টাকা হারে স্থাপনা পুন:নির্মাণের জন্য নির্মাণ অনুদান। ৪. মালিকগণ বিনামূল্যে অধিগ্রহণাধীন ঘরবাড়ি ও স্থাপনা নিজ খরচে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।	১. চূড়ান্ত শনাক্তকালে প্রকল্প সীমানায় যেসব ঘরবাড়ি বা স্থাপনা ছিল তার সবকিছুর জন্যই এই সুবিধা প্রযোজ্য। ২. পিভিএসি আবাসিক ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ৩. প্রয়োজন সাপেক্ষে আইভিসি অবকাঠামো যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করবে। ৪. জেলা প্রশাসক স্থাপনার সিসিএল প্রদান করবেন এবং যদি সিসিএল-এর পরিমাণ বদলি মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তবে উভয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইপিদেরকে প্রদান করবে। ৫. পুনর্বাসন বিষয়ক অন্যান্য সকল অনুদান আইএনজিও'র সহায়তার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইপিদেরকে প্রদান করবে।	ক্ষতিগ্রস্তদের স্থাপনা স্থানান্তরে আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে সহায়তা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

১. যৌথ তদন্তে জমির আইনসম্মত মালিকদের কমিউনিটি স্থাপনা এবং শুমারি জরিপে স্বত্ববিহীন মালিকদের ঘরবাড়ি ও স্থাপনা (মেঝের আয়তন ও ধরন) শনাক্ত হবে।

২. ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে।

৩. ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ডিসি অফিস ঘরবাড়ি ও স্থাপনার সিসিএল নির্ধারণ করবে।

৪. নির্মাণ সময়সূচি মোতাবেক ঘরবাড়ি অপসারণের আগেই উপযুক্ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৫. আইনসম্মত কমিউনিটি মালিকদের ক্ষয়ক্ষতি আমলে নেবার শর্ত (চূড়ান্ত শনাক্তকাল) ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪-এ বর্ণিত হয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৬ঃ সরকারি বা অন্যের মালিকানাধীন জমিতে আবাসিক ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
১. আইনসম্মত মালিকঃ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন। ২. সমাজ স্বীকৃত মালিক: প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত ঘরবাড়ি বা স্থাপনার সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিক যারা জরিপের সময় শনাক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে আইভিসি তাদের নিশ্চিত করেছে।	১. ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য। ২. প্রতি বর্গফুট ০৭ (সাত) টাকা হারে ঘরবাড়ি ও স্থাপনা সরানোর জন্য পুন:নির্মাণ অনুদান। ৩. প্রতি বর্গফুট ১০ (দশ) টাকা হারে ঘরবাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণের জন্য পুন:নির্মাণ অনুদান। ৪. মহিলা, অচল, অতিবৃদ্ধ ও দরিদ্র খানাপ্রধানগণ পরিবার পিছু ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে এককালীন বিশেষ অনুদান । ৫. বসতি হারানো ভূমিহীন পরিবার বিনা মূল্যে পুনর্বাসন এলাকায় ২.৫ শতাংশের একটি প্লটের জন্য আবেদন করতে পারবে। ৬. দোকান হারানো প্রত্যেক পরিবার পুনর্বাসন এলাকায় একটি বাণিজ্যিক প্লটের জন্য আবেদন করতে পারবে, সংশ্লিষ্ট মৌজার ভিটা শ্রেণীর জমির সিসিএল হারে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। ৭. মালিকগণ নিজ খরচে অধিগ্রহণাধীন ঘরবাড়ি ও স্থাপনা সরিয়ে নিয়ে যাবেন।	১. চূড়ান্ত শনাক্তকালে প্রকল্প সীমানায় যেসব ঘরবাড়ি বা স্থাপনা ছিল – তার সবকিছুর জন্যই এই সুবিধা প্রযোজ্য। ২. পিভিএসি ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্যের সুপারিশ করবে। ৩. প্রয়োজনে আইভিসি ক্ষতিপূরণ ও বদলি মূল্য পরিশোধের যোগ্য ঘরবাড়ি ও স্থাপনা এবং আরএস প্লট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের ভূমিহীনতা তদন্ত ও শনাক্ত করবে। ৪. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘরবাড়ি ও স্থাপনার সিসিএল পরিশোধ করবে। তবে সিসিএল-এর চাইতে বদলি মূল্য বেশি হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় ইপিদেরকে সরাসরি প্রদান করবে। ৫. পুনর্বাসন বিষয়ক অন্যান্য সকল অনুদান আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি ইপিদেরকে প্রদান করবে। ৬. বাণিজ্যিক আরএস প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুনর্বাসন এলাকার জন্য অধিগ্রহণ করা ভিটা জমির সিসিএল হারে মূল্য বিবিএকে পরিশোধ করবে।	আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত ইপিদেরকে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

১. যৌথ তদন্তে জমির আইনসম্মত মালিকদের ঘরবাড়ি ও স্থাপনা এবং শুমারি জরিপে স্বত্বহীন মালিকদের ঘরবাড়ি ও স্থাপনা (মেঝের আয়তন ও ধরন) শনাক্ত হবে।

২. ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে ঘরবাড়ি ও স্থাপনার বদলি মূল্য নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে।

৩. নির্মাণ সময়সুচি মোতাবেক ঘরবাড়ি অপসারণের প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৪. আইনসম্মত ও সমাজস্বীকৃত মালিকদের ক্ষয়ক্ষতি আমলে নেবার শর্ত (চূড়ান্ত শনাক্ত কাল) ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৪-এ বর্ণিত হয়েছে।

৫. বসতি হারানো পরিবারসমূহ তাদের ভূমিহীনতা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করবে এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে তাদেরকে বিনামূল্যে আরএস প্লট বরাদ্দ করবে। প্রয়োজনে আইএনজিও-এর সহায়তা নেয়া হবে।

৬. বসতি হারানো ভূমিহীন উপযুক্ত পরিবারসমূহকে ৯৯ বছরের জন্য আবাসিক/ বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের নামে এই প্লট বরাদ্দ হবে। স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন মৃত বা অনুপস্থিত হলে জীবিত বা উপস্থিত জনের নামেই প্লট বরাদ্দ হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৭ঃ কাঠ গাছ, ফলের গাছ, বাঁশ এবং কলাগাছ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
১. আইনসম্মত মালিক: ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন। ২. সমাজ স্বীকৃত মালিক: প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত ঘরবাড়ি বা স্থাপনার সামাজিক ভাবে স্বীকৃত মালিক, যারা শুমারী জরিপের সময় শনাক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে আইভিসি তাদের নিশ্চিত করেছে।	১. কাঠের গাছ ও বাঁশ: গাছ ও বাঁশের বদলি মূল্য। ২. ফলবান গাছ (কাঠগাছ হিসেবে যেগুলো বিবেচিত নয়)ঃ ফলের জন্য বদলি মূল্য প্রাপ্য (ফল বা ফল ধরার জন্য উপযুক্ত গাছের ক্ষেত্রে ফলের বর্তমান বাজার মূল্য)। ৩. ফলবান গাছ (কাঠগাছ হিসেবেও যার মূল্য আছে): কাঠ ও ফল উভয়ের জন্য বদলি মূল্য। ৪. কলাগাছ: গাছের জন্য এবং পরিপক্ক গাছের ক্ষেত্রে এক মৌসুমের কলার বদলি মূল্য। ৫. গাছের মালিক জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ক্ষতিপূরণ বা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে বদলি/ অনুদান পাবার পর বিনামূল্যে এবং নিজ খরচে গাছপালা কেটে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।	১. চূড়ান্ত শনাক্তকালে প্রকল্প এলাকায় শনাক্ত সকল গাছের জন্য প্রযোজ্য। ২. জেলা প্রশাসকের অফিস গাছের জন্য সিসিএল প্রদান করবে। ৩. বদলি মূল্য অপেক্ষা সিসিএল কম হলে (অথবা সিসিএল প্রযোজ্য না হলে) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অথবা গাছের বদলি মূল্য সরাসরি পরিশোধ করবে। ৪. পিভিএসি গাছের বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। যা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।	বিভিন্ন প্রজাতি ও বিভিন্ন আকারের গাছের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পুনর্বাসন নীতিমালা বিষয়ে আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে বিস্তারিত অবহিত করবে। তাদেরকে এই মর্মে সচেতন করবে যে, তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর গাছপালা নিজ খরচে কেটে নিয়ে যাবেন।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

১. পিভিএসি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গাছের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে বিভিন্ন প্রকার গাছ ও তার আকার ভেদে (ছোট, বড়, মাঝারি ও চারা) বনবিভাগের নির্ধারিত দর ব্যবহার করবে।

২. জেলা প্রশাসক জেলা বনবিভাগের সহায়তায় গাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা ৫০% বাড়িয়ে গাছের জন্য সিসিএল ধার্য করবে।

৩. আইএনজিও গাছ লাগানো এবং তার যত্নের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৮ঃ দখল হস্তান্তরের সময় জমিতে দন্ডায়মান ফসল/মাছ

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
নিজ আবাদি হিসেবে জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যৌথ তদন্তে যারা শনাক্ত।	১.দণ্ডায়মান ফসল/পুকুরের মাছসমূহ। ২. ফসল/পুকুরের মাছের মালিক ফসল কেটে বা মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারবেন।	১. দখল হস্তান্তরের সময় জমিতে দণ্ডায়মান ফসল বা পুকুরে অবস্থিত মাছের জন্য প্রযোজ্য। ২. জেলা প্রশাসক দণ্ডায়মান ফসলের এবং মাছের সিসিএল প্রদান করবে। ৩. বদলি মূল্য অপেক্ষা সিসিএল কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সরাসরি প্রদান করবে। ৪. পিভিএসি ফসল বা মাছের বদলি মূল্য সুপারিশ করবে। যা যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হবে।	আইএনজিও জেলা প্রশাসক অফিসে ক্ষতিপূরণ দাবির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সহায়তা করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

১. জমির দখল হস্তান্তরের পূর্বে দণ্ডায়মান ফসল যৌথ তদন্তে শনাক্ত হবে এবং পিভিএসি ফসলের বাজার মূল্য (ফসল কাটার সময় যে বাজার মূল্য থাকে) জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক সুপারিশ করবে।

২. জেলা প্রশাসক অফিস জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার সহায়তার ফসলের বাজার মূল্য এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তায় মাছের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ৯ঃ লীজ, বন্ধকী বা বর্গাচাষি নেওয়া জমি বা পুকুর

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
১. আইনসম্মত বর্গাচাষি / বন্ধকী / লীজিঃ আইনসম্মত কাগজপত্রের মাধ্যমে লীজ গ্রহীতা। ২.সমাজস্বীকৃত বর্গাচাষি/ বন্ধকী / লীজিঃ অলিখিত ভোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি মোতাবেক সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষি/ বন্ধকী/ লীজি।	১. ফসল বা মাছের বদলি মূল্য। ২. জমির মালিক চুক্তি মোতাবেক লীজের জন্য ধার্য মূল্যের অপরিশোধিত অর্থ বর্গাচাষি বা বন্ধকী / লীজি / ভাগচাষীকে ফেরত প্রদান করবে। ৩. অধিগ্রহণাধীন প্রতি শতাংশ জমির বিপরীতে ১০০ (একশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত এককালীন স্থানান্তর ভাতা।	১. আইনসম্মত চুক্তির ক্ষেত্রেঃ জেলা প্রশাসক অফিস জমির মালিক এবং বর্গাচাষি/লীজ গ্রহীতাকে আইন অনুসারে সিসিএল প্রদান করবে। ২. সমাজস্বীকৃত মৌখিক চুক্তিসহ রীতিসিদ্ধ চুক্তির ক্ষেত্রেঃ জমির আইনসম্মত মালিক ডিসি অফিস থেকে সিসিএল সংগ্রহ করবে। জমির আইনসম্মত মালিক বর্গাচাষি/লীজ গ্রহীতাকে চুক্তি মোতাবেক লীজ বা বর্গার অপরিশোধিত মূল্য ফেরত প্রদান করবে। (১) যদি জমির মালিক লীজ বা বর্গা সংশ্লিষ্ট তার সমুদয় দায় পরিশোধ করে থাকেন, তবে তিনি সম্পূর্ণ বদলি মূল্য সংগ্রহ করবেন। (২) অন্যথায় প্রযোজ্য দায়দেনার সমপরিমাণ অর্থ কর্তন ও তা সংশ্লিষ্ট বর্গাদার বা লীজ গ্রহীতাকে পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট বদলি মূল্য মালিক সংগ্রহ করবেন। ৩. ফসল বা মাছের সিসিএল অপেক্ষা বদলি মূল্য বেশি হলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় উভয় মূল্যের পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে পরিশোধ করবে। ৪. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রকৃত আবাদীকে প্রযোজ্য অপসারণ ভাতা প্রদান করবে।	১. লীজি/ বর্গাচাষি যাতে তাঁর সমুদয় প্রাপ্য ঠিকমতো বুঝে পায় – তার জন্য আইএনজিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২. আইএনজিও জমির মালিকের কাছ থেকে লীজের অপরিশোধিত অর্থ ফেরৎ পেতে লিজিকে/বর্গা চাষিকে সহায়তা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

১. আইনানুগ চুক্তি বর্তমান থাকলে যৌথ তদন্তে অধিগ্রহণাধীন বন্ধকী বা বর্গা জমির সকল মালিক (অংশীদারসহ) এবং সংশ্লিষ্ট বর্গাচাষি, ভাগচাষী বা খায়-খালাসী চাষি শনাক্ত হবে।

২. জমির বর্তমান ভোগস্বত্বের ওপর কোনো মতপার্থক্য বা অভিযোগ থাকলে অভিযোগ নিরসন কমিটি'র মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির পর আইএনজিও সংশ্লিষ্ট জমির ওপর সকল বৈধ দাবিদারগণকে তাদের যথাযথ পাওনা পরিশোধে সহায়তা করবে।

৩. প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালা অনুসরণ করে অধিগ্রহণের কারণে সংঘটিত আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য অপসারণ ভাতা প্রদান করা হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১০: ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ক্ষতি (মালিক কর্তৃক নিজে পরিচালিত)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
যে কোনো উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী বা কারিগর, যিনি ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় বা শুমারি জরিপের সময় অধিগ্রহণাধীন ঘরে/স্থাপনায় বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।	১. অধিগ্রহণাধীন স্থাপনার জন্য জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত সিসিএল-এর ৫% হারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার ক্ষতির জন্য অনুদান। ২. ব্যবসায়ী ভাড়াটিয়া হলে এককালীন নগদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা স্থানান্তর অনুদান। ৩. পুনর্বাসন এলাকায় বাণিজ্যিক প্লটের (৮০ বর্গফুট) জন্য আবেদন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট মৌজার বসতভিটা জমির সিসিএল এর সমান মূল্যে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে।	১. বাণিজ্যিক স্থাপনার মালিকগণ জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সিসিএল পাওয়ার পরই কেবল ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে। ২. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদেকে তাদের প্রাপ্য সরাসরি প্রদান করবে।	সংশ্লিষ্ট যোগ্য ক্ষতিগ্রস্তদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

১. শুমারি জরিপ অথবা জেলা প্রশাসক/বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যৌথ তদন্তে শনাক্ত ব্যবসায়ীগণ এই প্রাপ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হবেন।

২. যেসব ব্যবসায়ীগণ যৌথ তদন্তে শনাক্ত হবেন না ,তাদের যোগ্যতা আইভিসি তদন্ত সাপেক্ষে স্বীকৃত হবে।

৩. ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যবসায়ী আয় সম্পূরক অনুদানসহ পুনর্বাসন এলাকায় একটি করে বাণিজ্যিক প্লট প্রাপ্য হবেন। তবে ভাড়াটিয়াগণকে শুধুমাত্র এককালীন নগদ অনুদান প্রদান করা হবে, পুনর্বাসন এলাকায় প্লট দেয়া হবে না।

৪. দরিদ্র জনসাধারণের পুনর্বাসন ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ের এনজিও নিয়োগ করে প্রকল্পের আয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৫. প্লট প্রাপ্যযোগ্য ইপিকে ৯৯ বছরের জন্য প্লটটি লিজ প্রদান করা হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১১: আয়ের সাময়িক ক্ষতি (কৃষিমজুর, বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং শিল্পকারখানার শ্রমিক)

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
নিয়মিত দিনমজুর বা কর্মচারী যারা ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত।	১. নিয়মিত মজুরি আয়ের সাময়িক ক্ষতি প্রশমন অনুদান: কৃষি মজুরের বেলায় – প্রতিদিন ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা হারে ৯০ (নব্বই) দিনের মজুরির সমান অর্থ; অদক্ষ অকৃষি শ্রমিকের বেলায় – প্রতিদিন ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা হারে ৬০ (ষাট) দিনের মজুরির সমান অর্থ এবং দক্ষ অকৃষি, অদক্ষ শ্রমিকের বেলায় প্রতিদিন ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে ৬০ (ষাট) দিনের মজুরির সমান অর্থ। ২. ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল পরিবারে খানাপ্রধান মহিলা, অচল বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, বা যে সকল পরিবার অতীব দরিদ্র তাদের পরিবার পিছু এককালীন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা বিশেষ অনুদান। ৩. প্রকল্প কর্তৃক আয় ও জীবিকার সংরক্ষণ সহায়তা।	১. ইপি'কে যৌথ তদন্তে বা শুমারি জরিপে জমির মালিকের বা তাতে পরিচালিত ব্যবসায়ে কমপক্ষে ১২ মাসের নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে শনাক্ত হতে হবে। ২. ঝুঁকি বা দুর্দশাগ্রস্তদের প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। ৩. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এসব প্রাপ্য সরাসরি প্রদান করবে।	১. ইপি'দেরকে আয় পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে। ২. উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রকল্পের নির্মাণ কাজে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। ৩. উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়নের কাজে নিয়োগ করা হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

শুমারি জরিপ অথবা যৌথ তদন্তে শনাক্ত শ্রমিক কর্মচারীগণ এই প্রাপ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হবেন। যদি পরবর্তীতে আরো কোনো দাবি বা অভিযোগ উত্থাপিত হয় তবে তা অভিযোগ নিরসন কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১২: ভাড়ায় দেয়া বা নেয়া আবাসিক/বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে আয়ের ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
১. শুমারি জরিপে চিহ্নিত ও আইভিসি তদন্তে শনাক্ত ভাড়ায় দেয়া স্থাপনার মালিক। ২. শুমারি জরিপে চিহ্নিত ও আইভিসি তদন্তে শনাক্ত এরূপ স্থাপনা ভাড়া নেয়া পরিবারের প্রধান।	ভাড়া দেয়া বা নেয়া স্থাপনা থেকে আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য পরিবার পিছু নগদ ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা এককালীন অপসারণ ভাতা।	১. ভাড়াটিয়া উক্ত স্থানান্তর সহায়তা প্রাপ্য হবেন। ২. অবকাঠামো/ বাণিজ্যিক স্থাপনার মালিক প্রত্যেক ইউনিটের জন্য উক্ত স্থানান্তর সহায়তা প্রাপ্য হবেন।	ইপি'দেরকে আয় পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

শুমারি জরিপ অথবা যৌথ তদন্তে আবাসিক বা বাণিজ্যিক স্থাপনার মালিক ও ভাড়াটিয়াগণ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হবেন।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১৩: ক্ষতিগ্রস্তগণ ভিন্ন গ্রামে বসতি স্থাপনের কারণে সেখানকার জনগণের ওপর প্রভাব

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
স্বাগতিক গ্রামের জনগণ	নিকটতবর্তী গ্রামগুলোতে প্রকল্পের কারণে স্থানচ্যুত পরিবারগুলো বসতি গড়ার কারণে তাদের অসুবিধা হলে সেখানকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সেবা সুবিধাগুলোর চাহিদামতো উন্নয়ন।	চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে স্বাগতিক এলাকায় প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।	১. স্বাগতিক গ্রাম এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য জনসেবায় মান ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা হবে। ২. স্বাগতিক এলাকায় বনায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহঃ

চাহিদা নিরূপণ জরিপের মাধ্যমে স্বাগতিক এলাকার জনগণের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১৪: প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ তাদের আয়ের (কৃষি ও ব্যবসায়) ক্ষেত্রে ১০%-এর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
শুমারি ও অন্যান্য জরিপে চিহ্নিত যে সকল ব্যক্তি প্রকল্পের কারণে তাদের মোট আয়ের ১০%-এর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।	১. পরিবার পিছু এককালীন নগদ ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা স্থানান্তর ভাতা। ২. প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ।	১. আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ইপি'দেরকে স্থানান্তর ভাতা প্রদান করবে। ২. একটি এনজিও নিয়োগ করে আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হবে।	ইপি'দেরকে আয় পুনরুদ্ধার কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

১. সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহে খানা জরিপের মাধ্যমে তাদের মোট আয়ের নিরিখে প্রকল্প-জনিত ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হবে। প্রকল্পের কারণে সকল উৎপাদনশীল সম্পদের মোট প্রাক্কলিত ক্ষতি ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সকল উৎস থেকে আহরিত মোট আয় বিবেচনা করে এই ক্ষতির হার নিরূপিত হবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১৫: নদীগর্ভে ভেঙে যাওয়া জমি।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
১. আইনসম্মত মালিক; ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক যাকে মালিক সাব্যস্ত করবেন সিসিএল প্রদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা আইনানুগ বিরোধ থাকলে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মালিক।	১. যদি জমি নদীতে ভেঙ্গে যায় সেক্ষেত্রে (হুকুমদখল কার্যক্রম বা ৩ ধারা নোটিশ পাবার পর) জেলা প্রশাসক সরকারি বিধি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন এবং বিবিএ পুনর্বাসন নীতিমালা অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।	১.জেলা প্রশাসক সরকারি বিধি অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন এবং বিবিএ পুনর্বাসন নীতিমালা অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।	১. পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩) বাস্তবায়ন সহায়তার জন্য নিয়োজিত এনজিও (আইএনজিও) জমির আইনসম্মত মালিকগণকে জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে সহায়তা করবে। ২. জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক জমির ক্ষতি মহিলা বা অন্য অংশীদারগণের শনাক্তকরণ ও ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে আইএনজিও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

১. জমির মালিকগণকে (সরকার ব্যতিরেকে) ক্ষতিপূরণের নীতিমালা, পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ এবং তা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হবে।

২. ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জমির বদলি মূল্য নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে (খাস জমি না হলে)।

৩. জেলা প্রশাসক অফিস ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে মালিকানাধীন ও খাস জমির সিসিএল নির্ধারণ করবে।

৪. ক্ষতিপূরণ ও অনুদানের টাকায় জমি কেনা বা কমপক্ষে অন্য কোনো লাভজনক কাজে বিনিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্তদের উৎসাহিত করবে।

ক্ষয়ক্ষতির ধরন ১৬: সম্ভাব্য অন্যান্য অজানা ক্ষতিকর প্রভাব

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (গণ)	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	অতিরিক্ত সহায়তা
অজানা কোনো ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ব্যক্তি যারা পরবর্তীতে বা পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে শনাক্ত হতে পারে।	প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতি কাঠামোর আলোকে প্রাপ্য।	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পরবর্তীতে দেখা গেলে তা বিশেষ জরিপের মাধ্যমে শনাক্ত করা হবে। এ ধরনের ক্ষতির বিপরীতে নির্ধারিত প্রাপ্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।	আইএনজিও প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

যথাযথ কারণ উল্লেখসহ নিরূপিত সকল ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পরিচয় এবং তাদের প্রাপ্য নির্ধারণপূর্বক প্রস্তাবাকারে অনুমোদনের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও প্রকল্পে অর্থলগ্নিকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে। অনুমোদিত হলে তা পুনর্বাসন নীতি কাঠামোর ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮। পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কৌশল

ক) ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিগ্রস্তদেরকে শনাক্তকরণ

প্রকল্পের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে যারা তাদের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিক এবং অধিগ্রহণের কারণে যারা তাদের সে সকল সম্পদ (জমি, ঘরবাড়ি, গাছপালা, ফসল/ফল/মাছ) হারাচ্ছেন তারা প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। যে সকল ব্যক্তি প্রকল্প সীমানার মধ্যে কোনোপ্রকার সম্পদের মালিক নন এবং কোনো সম্পদ হারাচ্ছেন না কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস বা জীবিকা উপার্জন করছেন এবং যারা আইনানুগ কোনো ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবেন না তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্ত করার জন্য নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করছে:

(১) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২০০৫ ও ২০০৬ সালে পর্যায়ক্রমে জরিপ পরিচালনা করেছে। এছাড়া নদী শাসন কাজের নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর শুমারি জরিপ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পুনরায় জরিপ পরিচালনা করেছে। শুমারি জরিপে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্ত করা হয়েছে।

(২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যৌথ তদন্তের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদেরকে এবং তাদের ঘর-বাড়ি, গাছপালা, পুকুর ও ব্যবসা এবং জমির বর্তমান ব্যবহার শনাক্ত করা হচ্ছে।

(৩) যৌথ তদন্ত বা শুমারি জরিপের সময় প্রকল্প সীমানায় যেসব জমি, ঘর-বাড়ি, গাছপালা, পুকুর ও ব্যবসা শনাক্ত হয়েছে, তাদেরকে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা হবে।

(৪) জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় যাদেরকে শনাক্ত করবেন অথবা মালিকানা সংশ্লিষ্ট মামলা থাকলে আদালত যাদেরকে অধিগ্রহণের আওতাধীন জমির মালিক সাব্যস্ত করবেন, তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইনসম্মত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (পুরুষ ও মহিলা) হিসেবে শনাক্ত করবে।

(৫) জেলা প্রশাসক যাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচনা করবেন না, কিন্তু শুমারি জরিপে যারা তালিকাভুক্ত হবেন, তাদেরকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সমাজস্বীকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করবে।

(৬) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ রোয়েদাদে উল্লিখিত ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ থেকে আইনসম্মত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও তাদের আইনসম্মত মালিক শনাক্ত করবে।

(৭) শুমারি জরিপে তালিকাভুক্ত এবং তৎপরবর্তীতে আইভিসি তদন্তে স্বীকৃত ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ থেকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সমাজস্বীকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও তাদের সমাজস্বীকৃত মালিক হিসেবে শনাক্ত করবে।

(৮) জীবিকার ক্ষতি ও প্রকল্পের কারণে দুর্ভোগের শিকার প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ জরিপ পূর্বক শনাক্ত করবে।

(৯) **ইপি ও তার পরিচয়পত্র:** পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্য পরিবার বা ব্যক্তির পক্ষে আইনানুগ বা সমাজস্বীকৃত অনুমোদিত ব্যক্তিকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় শনাক্ত করে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোনো সহায়তার জন্য এই পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পরিচয়পত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (Entitled Person-EP) বা ইপি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(১০) **ইপি ফাইল:** উক্ত পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমুদয় ক্ষয়ক্ষতির হিসাব একটি খতিয়ানভুক্ত করা হবে। এই খতিয়ানকে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির খতিয়ান (Entitled Person's File-'EP File') বা ইপি ফাইল বলা হবে।

(১১) **ইসি:** উক্ত খতিয়ানস্থিত সকল ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য নির্ধারণ করে একটি প্রাপ্য নথি (Entitlement Card-EC) বা ইসি প্রণয়ন করা হবে।

(১২) ইপি ফাইল ও ইসি জেলা প্রশাসক অফিস কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সাথে-সাথে হালনাগাদ করা হবে এবং তদনুযায়ী প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে। পুনর্বাসন প্রাপ্য পরিশোধের সাথে-সাথে সংশ্লিষ্ট ইপি'র ইসি ও পেমেন্ট স্টেটমেন্ট (প্রাপ্যের বিপরীতে পরিশোধিত সহায়তার হিসাব) হালনাগাদ করা হবে।

(১৩) ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য এবং শুমারী জরিপের তথ্যসহ কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইপি ফাইল ও ইসি তৈরি করা হবে। সকল প্রাপ্য নির্ধারণে ভূমি অধিগ্রহণ দাগসূচি, হালনাগাদ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন অনুদান পরিশোধের তথ্য, সর্বশেষ জরিপের তথ্য, জমি ও সম্পদের অনুমোদিত বদলি মূল্যের হার এবং সম্পদ বহির্ভূত ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হার বিবেচনা করা হবে।

(১৪) উপরোক্ত সকল কাজ ও প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তা গ্রহণ করবে।

খ) প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিকে (ইপি) পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়া

(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ থেকে পুনর্বাসন সহায়তার নগদ অর্থ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক ইপি'কে নির্ধারিত ব্যাংকের শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। হিসাব খোলার প্রক্রিয়ায় আইএনজিও ইপিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(২) আইএনজিও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের হালনাগাদ সত্যায়িত তথ্য সংগ্রহ করবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনসম্মত ইপি এবং সংশ্লিষ্ট

জমি বা স্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ও অন্যান্য সমাজস্বীকৃত ইপি'র ক্ষেত্রে শুমারি জরিপে তথ্য সমন্বয়ে প্রত্যেকের জন্য ইপি ফাইল ও ইসি তৈরি করবে।

(৩) প্রস্তুত ইপি ফাইল ও ইসি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন ইউনিটের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পরীক্ষা করে প্রাক্কলিত অনুদান ইপিদেরকে আইএনজিও'র সহায়তায় পরিশোধের ব্যবস্থা করবে।

(৪) নির্ধারিত স্থান ও সময়ে পরিচয়পত্র প্রদর্শনের ভিত্তিতে উক্ত চেক সংশ্লিষ্ট ইপি'দেরকে হস্তান্তর করা হবে। আইএনজিও'র সহায়তায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন ইউনিটের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রতিনিধির সামনে ইপিদের চেক হস্তান্তর করবেন।

(৫) অনুদানের চেক পাওয়ার পর ইপি'গণ তা তাদের নিজ-নিজ ব্যাংক হিসেবে জমা দেবেন।

৯। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

ক) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রধান কার্যালয়ে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নেতৃত্বে পুনর্বাসন ইউনিট (আরইউ) স্থাপন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে পুনর্বাসন ইউনিট কার্যকর করা হয়েছে। একজন করে নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে নদীর উভয় পাড়ে একটি করে আরইউ ফিল্ড অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাদের পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রয়োজন ও সমস্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারবেন। নিম্নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের হেড অফিস ও ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও তাদের ঠিকানা দেয়া হলো।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৮৯৩৮৮৭
০১৭১৫-৭১৫০৫৪

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
মাওয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
ফোন: ০১৭১৫-৯৫৪৬৯৪

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
দত্তপাড়া, শিবচর, মাদারীপুর
ফোন: ০১৭১৪-০০০৯৬৭

খ) **বাস্তবায়নকারী এনজিও (আইএনজিও)**

প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ'কে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)কে নিয়োগ করা হয়েছে। সিসিডিবি ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রকল্পের নীতিমালা ও সহায়তা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে অবহিত করবে এবং তাদেরকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ডিসি অফিস) থেকে ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

অনুমোদিত RAP অনুসরণে সিসিডিবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতিগ্রস্তদেরকে শনাক্ত এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাপ্য নির্ধারণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে। সিসিডিবি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া তারা ইপি'দের ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসন অনুদান পরিশোধ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে।

সিসিডিপি মাঠ-পর্যায়ে মাওয়া, জাজিরা ও শিবচরে তিনটি ফিল্ড অফিস স্থাপন করেছে। তারা গত ১ নভেম্বর ২০০৯ থেকে মাঠ-পর্যায়ে তাদের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাদের পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রয়োজনে সিসিডিবি ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করতে পারবেন।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিসিডিবি'র হেড অফিস ও ফিল্ড অফিসের ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো।

টীম লিডার
সিসিডিবি-পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প (পুনর্বাসন)
৮৮ সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর ১০, ঢাকা-১২১৬।
ফোন: ০২-৮০১১৯৭০-৭৩, এক্সটেনশন: ৩০

এরিয়া ম্যানেজার
সিসিডিবি-পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প (পুনর্বাসন)
মাওয়া, লৌহজং
মুন্সিগঞ্জ।
ফোন: ০১৭৬৪-৪৯০৪৯৫

এরিয়া ম্যানেজার
সিসিডিবি-পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প (পুনর্বাসন)
বাখরের কান্দি, শিবচর
মাদারীপুর।
ফোন: ০১৭২৭-৩৮১১৯৭

ক্যাম্প অফিস ইন-চার্জ
নাওডোবা, জাজিরা
শরীয়তপুর।
ফোন: ০১৯২৭-৮৫৪১৮৯

গ) **ইনভেন্টরি ভেরিফিকেশন কমিটি (আইভিসি)**

ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে এ যাবৎ যেসব জরিপ পরিচালিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক যে যৌথ তদন্ত করেছে, তথ্যদৃষ্টে এসবের মধ্যে ১০% এর বেশি পার্থক্য পাওয়া গেলে ইনভেন্টরি ভেরিফিকেশন কমিটি (Inventory Verification Committee-IVC), সংক্ষেপে আইভিসি বিভিন্ন ডাটাবেইজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবিএ-এর সহায়তায় সরেজমিনে তদন্ত পরিচালনা করবে। তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে আইভিসি প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি (ইপি) শনাক্ত ও তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সুপারিশ করবে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইএনজিও'র সহায়তায় প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি ও তার বিপরীতে প্রাপ্য হিসাব করবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) আহ্বায়ক করে বিবিএ-এর একজন পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, একজন ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা পৌরসভার একজন প্রতিনিধি-এর সমন্বয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে আইভিসি গঠন করা হবে। আইভিসি'র সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কতৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঘ) **সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (পিভিএসি)**

অধিগ্রহণের আওতাধীন জমি ও সম্পদের চলতি বাজার দর অনুপাতে বদলি মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্পদ মূল্যায়ন পরামর্শক কমিটি (Property Valuation Advisory Committee - PVAC), সংক্ষেপে পিভিএসি গঠন করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা (এলএও) ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, জেলা গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং উপ-পরিচালক (পুনর্বাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প সমন্বয়ে পিভিএসি গঠিত হয়েছে। পিভিএসি'র সুপারিশকৃত জমি বা সম্পদের বদলি মূল্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ঙ) **অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি)**

প্রকল্পের নালিশ নিরসনের জন্য দ্বিস্তর বিশিষ্ট (Grivance Redress Committee-GRC) জিআরসি গঠন করা হয়েছে। একটি (ক) স্থানীয় জিআরসি এবং অপরটি (খ) প্রকল্প পর্যায় জিআরসি (Project level Independent Grivance Redress Committee)।

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grievance Redress Committee - GRC), সংক্ষেপে জিআরসি গঠন করা

হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন ইউনিটের ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতিটি জিআরসি'র আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য, ক্ষতিগ্রস্তদের একজন প্রতিনিধি এবং আইএনজিও'র এরিয়া ম্যানেজার কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। মহিলা ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে কেবল মহিলা জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে। আদালতের এখতিয়ারাধীন এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় জিআরসি নিষ্পত্তি করবে না। RAP-এর আলোকে জি.আর.সি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

স্থানীয় জিআরসি'র কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ জিআরসি সিদ্ধান্তের পুনঃ বিবেচনার জন্য প্রকল্প পর্যায় স্বতন্ত্র নালিশ প্রতিকার কমিটির (PLI-GRC) নিকট আবেদন করতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের একজন অধ্যাপককে সভাপতি করে সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধিসহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চ) পুনর্বাসন পরামর্শক কমিটি (আরএসি)

প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলাকার জনসাধারণের অংশগহণ নিশ্চিত করা এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে পুনর্বাসন পরামর্শক কমিটি (Resettlement Advisory Committee-RAC), সংক্ষেপে আরএসি গঠন করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাহী প্রকৌশলীকে আহ্বায়ক ও আইএনজিও'র এরিয়া ম্যানেজারকে সদস্য সচিব, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা পৌরসভার নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পক্ষ থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধিকে সদস্য করে আরএসি গঠিত হবে। আরএসি'র গঠন ও কার্যপরিধি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসন ইউনিটের প্রধানের নির্বাহী আদেশে অনুমোদিত হবে।

১০। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন

প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসন সংক্রান্ত যথাযথ পুনর্বাসন সুবিধাদি, ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরণ ও প্রাপ্য নির্ধারণে কোনো ব্যক্তির অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে তা শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রত্যেক ইউনিয়নে পৃথক অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) কাজ করবে। প্রতিটি জিআরসি মাসে অন্তত দুইবার প্রাপ্ত অভিযোগের শুনানি গ্রহণ ও ত্বরিৎ নিষ্পত্তির জন্য শালিসে বসবে। কমিটির সদস্য সচিব প্রতিটি শালিসের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করবে এবং তা প্রকল্প

পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হলে জিআরসি'র সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (পুনর্বাসন ইউনিট) ফিল্ড অফিসের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পরিচয়পত্র পাওয়ার একমাসের মধ্যে তাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত নালিশ জিআরসি'তে পেশ করতে পারবেন। পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোনো নালিশ লিখিতভাবে জিআরসি'র আহ্বায়ক বরাবর পেশ করতে হবে। নালিশ প্রস্তুত ও তা পেশ করতে আইএনজিও ইপি/ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সহায়তা করবে। নালিশের শুনানির দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে নালিশকারীকে আইএনজিও যথাসময়ে অবহিত করবে। নালিশকারী নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তার নালিশ উত্থাপন করবেন এবং জিআরসি তার প্রেক্ষিতে গৃহীত রায় নালিশকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবে। লিখিত নালিশ করার একমাসের মধ্যে জিআরসি তা নিষ্পত্তি করবে।

জিআরসি আহ্বায়কের ঠিকানা

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
মাওয়া, লৌহজং
মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭১৫-৯৫৪৬৯৪

নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
দত্তপাড়া, নাওডোবা, জাজিরা
শরীয়তপুর।
মোবাইল: ০১৭১৪-০০০৯৬৭

১১। পুনর্বাসন এলাকা

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুবিধার্থে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অর্থায়নে ৪টি পুনর্বাসন এলাকা (আরএস) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করছে। প্রকল্প এলাকার মাওয়া অংশে জসলদিয়ায় একটি আরএস-২ এবং কুমারভোগে আরেকটি আরএস-৩ পুনর্বাসন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রকল্পের জাজিরা অংশে পশ্চিম নাওডোবায় একটি (আরএস-৪) এবং শিবচর উপজেলার বাখরের কান্দিতে আর একটি (আরএস-৫) পুনর্বাসন এলাকা স্থাপন করা হচ্ছে। এই চারটি পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়নের কাজ চলছে।

প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটের সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, যেমন – স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পুকুর, সবুজ এলাকা, বাজার, পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। পুনর্বাসন গ্রামগুলোতে ২.৫, ৫.০ ও ৭.৫ শতক আয়তনের আবাসিক প্লটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুনর্বাসন এলাকাগুলো সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থানের নিরিখে যথাসম্ভব মাঝামাঝি অংশে স্থাপন করা হয়েছে। চারটি পুনর্বাসন এলাকায় ২.৫ শতক আয়তনের মোট ১৫৮৫টি, ৫.০ শতক আয়তনের ৫৩৮টি এবং ৭.৫ শতক আয়তনের ৩০টি আবাসিক প্লট বরাদ্দের

জন্য থাকবে। এছাড়া ৮০ বর্গফুট আয়তনের প্রতিটি সাইটে ২০টি করে মোট ৮০টি বাণিজ্যিক প্লট থাকবে। এছাড়া প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় অস্থায়ী দোকান বসানোর জন্য উন্মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা ও শেড রাখা হয়েছে।

আবাসিক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা ভূমিহীন, তাদেরকে ২.৫ শতকের প্লট বিনা মূল্যে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেয়া হবে। তবে এ বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে রেজিস্ট্রি হবে। স্বামী মারা গেলে সম্পূর্ণ প্লটের মালিকানা স্ত্রীর ওপর বর্তাবে। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী মালিক হবেন। তবে তালাক হলে স্বামী-স্ত্রী উভয় ৫০% হারে প্লটের মালিক হবে। বরাদ্দের জন্য শনাক্ত কোন পরিবারে স্বামী বা স্ত্রী কোনো একজন মৃত হলে জীবিত জনের নামে লীজ দেয়া হবে।

যারা বসতভিটা হারাবেন বা যারা বাণিজ্যিক প্লটের লীজ বরাদ্দ পাবেন, তাদেরকে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমির বিবিএ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করে লীজ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রেও শনাক্ত ইপি'র নামে ৯৯ বছরের জন্য প্লট লীজ দেয়া হবে।

১২। প্রাপ্যযোগ্য ক্ষতিগ্রস্তদের জ্ঞাতব্য

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ও অতিরিক্ত অনুদান সমন্বয়ে জমির বদলি মূল্য পাওয়ার পর বিকল্প জায়গায় জমি কেনার চেষ্টা করতে হবে। নিতান্তই বদলি জমি কেনা না গেলে প্রাপ্ত অর্থ কোনো লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, আইএনজিও, সিএনজিও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে।

(খ) ক্ষতিপূরণের নির্ধারিত টাকা পাওয়ার জন্য জমির পরচা, দলিল, হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের দাখিলা, মিউটিশন সার্টিফিকেট ও বাটোয়ারা/ফারায়েজ সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (ডিসি অফিস) থেকে ক্ষতিপূরণের চেক জমা দেবার জন্য নির্ধারিত কোনো ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুদানের টাকাও ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে এবং তা একইভাবে ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

(ঘ) পুনর্বাসন সুবিধাদি পাবার জন্য তার সত্যায়িত ছবি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন) ও সিসিডিবি'র এরিয়া ম্যানেজারের যৌথ স্বাক্ষর সম্বলিত পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) সংগ্রহ করতে হবে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোনো দাবির ক্ষেত্রে অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।

(ঙ) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ/সিসিডিবি ফিল্ড অফিসে যোগাযোগ করা যাবে।

(চ) প্রকৃত মালিকগণ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে দেয়া সিসিএল সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কোনো প্রকার পুনর্বাসন অনুদান বা সুবিধা প্রদান করবেন না।

(ছ) আয় ও জীবিকা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা (আইএলআরপি)

জীবিকা উপার্জনের প্রধান সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদেরকে একটি সমন্বয়কারী এনজিও (সিএনজিও)-এর মাধ্যমে জীবিকায়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা হবে।

১৩। পুনর্বাসন নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিবর্তন

অনুমোদিত পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩) অনুযায়ী নদী শাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুদান ও সহায়তা এবং তা পাওয়ার জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলিসহ পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পরবর্তীতে যদি কোনো ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গকে যথাসময়ে জানানো হবে।

প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকার জন্য গৃহীত পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-১) অনুমোদনের পর মূল সেতু ও অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ-২) প্রণীত হয়েছে। এই পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩) প্রকল্পের নদী শাসন এলাকার জন্য প্রণীত হয়েছে। র‍্যাপ-৩-এ অনুমোদিত নীতি ও প্রাপ্যতা র‍্যাপ-২ বা র‍্যাপ-১এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

এই পুনর্বাসন পুস্তিকা শুধুমাত্র প্রকল্পের নদী শাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা (র‍্যাপ-৩) এ কোনো বিষয়ে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে তা পুনর্বাসন পরিকল্পনা কাঠামো (RF) এর বিধান মোতাবেক বিবেচনা করতে হবে।